কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
সংস্থাপন শাখা
www.bjri.gov.bd

স্মারক নং-১২.২৩.০০০০.০০৪.১৫.০০৮.২১.৮৫৫ তারিখ- ২৯/৭/২০২১

বিষয়ঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই) এর আওতাধীন একটি জিনোম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বিজেআরআই এর আওতাধীন একটি জিনোম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তাব পর্যালোচনার নিমিত্ত গত ০২-০৬-২০২১ খ্রিঃ তারিখ অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে বিজেআরআই এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ৯৩ জনবল বিশিষ্ট "জিনোম গবেষণা কেন্দ্র" সৃজনের জন্য টিও এন্ড ই ভুক্তির লক্ষ্যে সরঞ্জামাদি ও যানবাহনের তথ্যসহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরি ফসল পাটের উন্নয়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণায় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানী প্রফেসর মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে পাটের জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচনসহ উন্নতমানের এবং অধিক উৎপাদনশীল পন্যভিত্তিক পাটজাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে প্রথমত সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে আগষ্ট ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত পাট বিষয়ক মৌলিক ও ফলিত গবেষণা প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে নিরবিছিন্নভাবে এ প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০শে জুন ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং বর্তমানে প্রকল্পের মেয়াদ ৩০শে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩। এ প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে তোষা পাট, দেশী পাট, পাটের রোগ সৃষ্টিকারী Macrophomina phaseolina, ধইঞ্চা এবং সাম্প্রতিক সময়ে কোভিট ১৯ এর জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচন করা হয়েছে এবং উল্লেখিত উদ্ভাবন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্ণালে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে উন্মোচিত জিনোম তথ্য কাজে লাগিয়ে পাট ফসলের উচ্চ ফলনশীল ও উন্নতমানের আঁশযুক্ত ০৪টি লাইন উদ্ভাবন করা হয়েছে। যার একটি ইতোমধ্যে বিজেআরআই তোষা পাট-০৮ (রবি-১) জাত হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। এ জাতটি প্রচলিত আবাদী জাত অপেক্ষা ১৫-২০ ভাগ বেশী উৎপাদনশীল এবং উন্নত আঁশযুক্ত। উদ্ভাবিত লাইনগুলিও জাত হিসেবে অবমুক্তির কাজ চলমান রয়েছে।

৪। উন্মোচিত জিনোম তথ্যকে কাজে লাগিয়ে অধিক দৈঘ্যের আঁশ বিশিষ্ট পাট জাত, পাট আঁশে কম লিগনিনযুক্ত পাট জাত, দ্রুত বর্ধনশীল পাটজাত, লবণাক্ত মিত্তিকায় চাষযোগ্য পাটজাত, স্থিতি পানিতে চাষযোগ্য তোষা পাট জাত, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধী পাটজাত উদ্ভাবনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলমান রয়েছে। এছাড়া পাট পচনের সাথে জড়িত অনুজীবসমূহের জিনোম সিকোয়েন্সিং উন্মোচনসহ এসব অনুজীবের পাট পচনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা চলমান রয়েছে।

৫। জিনোম গবেষণায় অর্জিত এ ফলাফল বাংলাদেশের পক্ষে আন্তর্জাতিকভাবে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করার নিমিত্ত ইতোমধ্যেই সমগ্র ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, মালয়েশিয়া, ভারত ও থাইল্যান্ডে প্রথমত ৭টি প্যাটেন্টের আবেদন করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ ০৭টি আবেদন জীন ভিত্তিক Multifurcation হয়ে ইউরোপের ২২টি দেশসহ মোট ৩৪টি দেশে ২৩৮টি আবেদনে রুপ নেয়, যার মধ্যে ১৫৪টি আবেদন চূড়ান্তভাবে গৃহিত হয়েছে এবং বাকীগুলো প্রসিকিউশনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এ গবেষণা ফলাফলের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ ন্যাচার প্লান্টসসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

(চলমান পাতা-২)

৬। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে জিনোম গবেষণার একটি বিশ্বমানের প্লাটফরম ও দক্ষ জনবল তৈরী হয়েছে। এটি একটি সর্বজনীন প্লাটফর্ম যেখানে সকল প্রকার প্রাণী, উদ্ভিদ বা অণুজীবের জিনোম নিয়ে গবেষণা করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ বান্ধব আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি তথা টেকসই উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন ফসলের জাত উন্নয়নে জিনোম ভিত্তিক গবেষণার কোন বিকল্প নেই বলা যায়। প্রকল্পের সাফল্য, অগ্রগতি ও সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে পাট ফসলের সার্বিক ও টেকসই উন্নয়নে জনবলসহ এ প্রকল্পের কার্যক্রম কে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় রাজস্ব বাজেটে বিজেআরআই এর মূল প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য এটি একটি উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর গবেষণা প্রকল্প এবং এর জনবল বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং দক্ষ। ফলে এর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে প্রকল্পের জনবলসহ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর হওয়া আবশ্যক। উল্লেখ্য, প্রকল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় গত ১৮-০৬-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত কেপিআইডিসি'র সভার সিদ্ধান্তের আলোকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ২২-০৯-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৩৪৮ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের গত ২৮-১০-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ৩১৮ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্প ভবনকে ১'ক' শ্রেণির কেপিআই হিসেবে ঘোষণা করা হয় **(সংলাগ-১৯)**।

৭। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিজেআরআই এর আওতাধীন একটি জিনোম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোতে সৃজনের নিমিত্ত উল্লেখিত ৯৩টি পদের মধ্যে উক্ত প্রকল্পে কর্মরত ৩০ জন কর্মচারীকে বিজেআরআই এর রাজস্ব খাতে স্থানান্তর এবং অবশিষ্ট ৬৩টি পদ নতুনভাবে সৃজনের **(সংলাগ-২০)** প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

২২/০৭/২০২১

সংযুক্তি-বর্ণনা মোতাবেক।

(ড. মোঃ আইয়ুব খান)
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন-৪৮১২০০৯৪
ইমেইল-dg@bjri.gov.bd

সিনিয়র সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা-১০০০।

অনুলিপিঃ

১। উপসচিব, গবেষণা-৩ অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়।